(১) নতুন নতুন দুর্যোগ সম্পর্কে পূর্বেই যথাযথ প্রস্তুতি ও পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে;

(২) স্বেচ্ছাসেবকদের প্রশিক্ষণ অব্যাহত রাখতে হবে। সাথে সাথে স্কুল, কলেজের ছাত্র/ছাত্রীদের স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে অংশগ্রহনের ব্যবস্থা গ্রহণসহ তাদের প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

(৩) উপকূল এলাকায় ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস মোকাবেলার জন্য সবুজ বেষ্টনি সৃজনে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে;

(৪) প্রভাবমুক্তভাবে বন্যা/ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রের জন্য স্থান নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রকৃত ঝুকিপূর্ণ এলাকা চিহ্নিত করে সেখানে আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। উপকূলীয় এলাকায় এখন থেকে নির্মিতব্য স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, ইউনিয়ন পরিষদ আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার উপযোগী করে নির্মাণ করতে হবে। আশ্রয় কেন্দ্র স্বাভাবিক সময়ে ব্যবহারকারী প্রতিষ্ঠান/সংস্থার দলিল-দস্তাবেজ, বইপত্র, সরঞ্জাম রাখার জন্য নতুন নির্মিত আশ্রয় কেন্দ্রে স্টোরের ব্যবস্থা রাখতে হবে;

(৫) মায়ানমার থেকে আসা শরণার্থীদের আবাসন অসুবিধা ও মানবিক বিষয় বিবেচনাক্রমে পর্যটন শিল্পের সুবিধার্থে কক্সবাজার থেকে দেশের মধ্যে নোয়াখালীর কোনো চরাঞ্চল বা অন্য কোনো স্থানে স্থানান্তর করা;

(৬) বাংলাদেশ সচিবালয়ের ৪ নম্বর ভবনের ৩য় তলায় অবস্থিত মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রনালয়ের অব্যবহৃত ৩টি কক্ষ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে বরাদ্দ প্রদানের বিষয়ে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;

(৭) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের অর্গানোগ্রাম অনুমোদনের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় দ্রুত যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;

(৮) নদী ভাঙনে প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের তালিকা প্রস্তুত করে খাস জমিতে আশ্রয়ণ প্রকল্পের মাধ্যমে গৃহ নির্মাণ করে পরিবারগুলোকে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

(৯) আলোকিত বাংলাদেশ গড়ার জন্য টিআর/কাবিখা প্রকল্পের মাধ্যমে সোলার প্যানেল স্থাপনের ব্যবস্থা অব্যাহত রাখতে হবে;

(১০) IVR, SMS প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে দ্রুত দুর্যোগ সতর্ক বার্তা প্রচার কার্যক্রম টোল ফ্রি করার বিষয়টি ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ, ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় ও বিটিআরসি পরীক্ষা করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;

(১১) দুর্যোগকালে কাজের সমন্বয় ও দ্রুত সাড়া প্রদানের সুবিধার্থে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স এবং আবহাওয়া অধিদপ্তরকে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণে কাজ করার বিষয়টি পরীক্ষা করে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কার্যকরি পদক্ষেপ গ্রহণ করবে;

(১২) দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস, ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস মোকাবেলার জন্য সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকায় ম্যানগ্রোভ বন সৃজনে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;

(১৩) কক্সবাজার রোহিঙ্গা শরণার্থী ক্যাম্প হিসেবে ব্যবহৃত এলাকার বাইরে অবৈধভাবে বসবাসকারী রোহিঙ্গাদের তালিকা পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর মাধ্যমে দ্রুত প্রস্তুত করে সে বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং তালিকা প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রেরণ করবে;

(১৪) ঢাকা শহরের মধ্যস্থলে অবস্থিত অবাঙ্গালী বিহারিদের আবাসনের অসুবিধা, নিরাপত্তা ঝুঁকি এবং মানবিক বিষয় বিবেচনাক্রমে তাদেরকে ঢাকার পার্শ্ববর্তী অন্য কোনো সুবিধাজনক স্থানে স্থানান্তরের জন্য মন্ত্রপরিষদ বিভাগ ও স্থানীয় সরকার বিভাগ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।